কালের কণ্ঠ

তারিখ 27 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

দুই কলেজ ছাত্রীসহ তিনজনকে অপহরণ

সাতক্ষীরা, গাইবান্ধা ও রাজবাড়ী প্রতিনিধি ▷

মালয়েশিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে গত মঙ্গলবার বিমানে ওঠার কথা ছিল সাতক্ষীরার কলারোয়ার বাসিন্দা মুজিবুর রহমানের ছেলে আবদুল্লাহ আল মামুনের। কিন্তু ঢাকা আসার পর অপহরণের শিকার হন তিনি। এ ব্যাপারে বৃহস্পতিবার কলারোয়া থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।

এদিকে গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর ও রাজবাড়ীতে দুই কলেজ ছাত্রীকে অপহরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। সাদুল্যাপুরের ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার রাতে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অপহৃত মামুনের মা খালেদা আক্তার কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'বিদেশে পাঠানোর জন্য ছেলেকে কলারোয়ার পাটুলিয়া গ্রামের কাশেম দালালের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। আর কাশেম দালাল তাকে তুলে দেয় পাশের ঝিকরগাছা উপজেলার বাঁকড়া গ্রামের আরেক দালাল বাকিবের হাতে।'

খালেদা আক্তার আরো বলেন, ছেলেকে মালয়েশিয়া পাঠানোর উদ্দেশ্যে সাড়ে তিন লাখ টাকার বেশি ব্যয় হয়েছে। গত সোমবার তাঁর ছেলে ঢাকার উদ্দেশে দালাল কাশেমের সঙ্গে চলে যায়। পরদিন মঙ্গলবার রাত ৯টায় তার বিমানে চড়ার কথা ছিল। বিমানবন্দরের কাছাকাছি গিয়ে ছেলে তার সাথে কথা বলে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তার মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়। এরপর অন্য নম্বর থেকে একজন ফোন করে বলে, 'তোর ছেলে আমার কাছে আছে। এক লাখ ৬০ হাজার টাকা নিয়ে তোর ছেলেকে নিয়ে যা।' তিনি বলেন, 'আমি বারবার আকুতি মিনতি করেছি। কিন্তু তাতে তার মন একটুও গলেনি। এরপর তারা দফায় দফায় আমাকে ফোন করেছে। আর আমি পাগলের মতো ছেলেকে খোঁজার চেষ্টা করছি। আমি আমার ছেলেকে ফিরে পেতে চাই।' কলারোয়া থানার ওসি শেখ আবু সালেহ মাসুদ করিম জানান, অপহৃতকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

সাদুল্যাপুর থানা সূত্র জানায়, দামোদরপুর গ্রামের গণেশ চন্দ্র বর্মণ এক কলেজ ছাত্রীকে সেনাবাহিনীতে কর্মরত সৈনিকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখায়। এ সুযোগে সে বিভিন্ন সময় ওই ছাত্রীর বাড়িতে যাতায়াত করত। পরে সে বিয়ের কথা বলে কলেজ ছাত্রীকে গত ২০ ফেব্রুয়ারি বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরের দিন ছাত্রীর বাবা গণেশ ও অজ্ঞাতপরিচয় আরো চার-পাঁচজনকে আসামি করে থানায় একটি অপহরণ মামলা করেন। পরে কলেজ ছাত্রীকে উদ্ধারে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো হয়। প্রাথমিক তদন্তে অপহরণের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দামোদরপুর গ্রাম থেকে গণেশের চাচাতো ভাই উত্তম চন্দ্র বর্মণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সাদুল্যাপুর থানার ওসি ফরহাদ ইমরুল কায়েস জানান, অপহৃত ছাত্রীকে উদ্ধার ও আসামি গণেশ চন্দ্রকে গ্রেপ্তারে পুলিশ তৎপর রয়েছে।

এদিকে রাজবাড়ী সদরের একটি কলেজের ছাত্রীকে অপহরণের ঘটনায় গতকাল শুক্রবার সকালে থানায় দুজনকে চিহ্নিত করে একটি মামলা করা হয়েছে। মামলার বাদী ছাত্রীর মা অভিযোগে জানান, তাঁর মেয়েকে কলেজে যাওয়া-আসার পথে খানখানাপুর ইউনিয়নের নিজাতপুর গ্রামের তারেক আলী সেখের ছেলে লিটন সেখ উত্ত্যক্ত করত। পরে লিটনকে শাসন করতে বিষয়টি তার পরিবারের সদস্যদের জানানো হয়। এতে লিটন ক্ষিপ্ত হয় এবং তাঁর (ছাত্রীর মা) মেয়ের ক্ষতি করতে উঠেপড়ে লাগে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ওই ছাত্রী কলেজ থেকে প্রাইভেট পড়ে বাড়ি ফিরছিল। পথে লিটনের নেতৃত্বে তার ভাই নজরুল সেখসহ অজ্ঞাতপরিচয় দুই-তিনজন তাকে অপহরণ করে।

রাজবাড়ী থানার এসআই খান বিল্লাল বলেন, ছাত্রীকে উদ্ধার ও আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশি অভিযান চলছে।